শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা বাদ দিয়ে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

প্রণয়ন কমিটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষকের একক প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বিধায় এ সংগঠনের সুপারিশমালা সরকারকে বিবেচনায় আনতে হবে।

ইসলামিক ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেন, ঘোষিত শিক্ষানীতি ধর্মীয় শিক্ষা সংকোচনের প্রবণতা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এদেশের ধর্মীয় মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী। দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় এসে সরকার প্রধান বারবার জনগণকে আশান্বিত করেছে যে, ধর্মীয় মূল্যবোধবিরোধী কোন কাজ করা হবে না, কিন্তু ঘোষিত খসড়া শিক্ষানীতিতে একদিকে সাধারণ শিক্ষার সিলেবাস ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে সংকোচন করা হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও এতে সিলেবাস প্রণয়নসহ সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষাবিরোধী এমনসব ধারা সংযোজিত হয়েছে যে, এতে অদূর ভবিষ্যতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য এমনকি অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হবে।

ইসলামিক ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাক্রম অনুমোদন, তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা পরিচালনাসহ সঠিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তারা বলেন, যোগ্য আলেম তৈরী করার লক্ষ্যে একদিকে যেমন মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অন্যদিকে পাঠ্যসূচীতে একাধিক দ্বীনি বিষয় সম্পৃক্ত করতে হবে। খসড়া রিপোর্টের ভূমিকা হতে তারা সেক্যুলার শব্দ বাদ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ শব্দ যেমন সংবিধানবিরোধী, তেমনি জাতীয় মূল্যবোধেরও বিরোধী। নেতৃবৃন্দ এস্থলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে প্রতিস্থাপন করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

বাংলাদেশ মুসলিম লীগের নির্বাহী সভাপতি এডভোকেট নুরুল হক মজুমদার, মহাসচিব আলহাজ্ব কাজী আবুল খায়ের ও সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল আজিজ হাওলাদার গতকাল এক বিবৃতিতে শিক্ষা কমিশন কর্তৃক খসড়া শিক্ষানীতিতে সংযোজিত বাস্তবতা বিবর্জিত গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরোধী নীতিমালা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তিন স্তর বিশিষ্ট এই নীতিমালার শুধু সাধারণ মানুষের চিরন্তন মৌল আদর্শেরই বিরোধিতা করা হয়নি এবং আকাশ সংস্কৃতির অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশে সমাজ জীবনে যে ধ্বংস নেমে এসেছে, তার চেয়ে আরও মারাত্মক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কোমলমতি শিশুদের জন্য ধর্মীয় মৌল শিক্ষা বাদ দিয়ে ললিতকলাকে প্রাধান্য দেয়ার সুপারিশ করা করেছেন, দেশবাসী তাদের বর্ণপরিচয় ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছেন। তারা শিক্ষানীতিতে সাধারণ জনগণের মনমানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রস্তাবিত খসড়ায় শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজের মাঝে যে বিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। কারণ, মহাবিদ্যালয়ের সহকারী প্রভাষক ও প্রভাষকদের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পাঠদান করতে হবে নতুন পদ্ধতিতে। আর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যখন একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীতে ক্ষেত্র বিশেষে পাঠদান করতে হবে- সেটি তখন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা বিবেচনায় আনা হয়নি। অনুরূপভাবে বর্তমানে যে সকল প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন প্রস্তাবিত খসড়ায় তারা যখন প্রাথমিক/জুনিয়র বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা পাবেন, নিশ্চয়ই তাতে হাজার হাজার শিক্ষক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে না। এসব কারণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের আবশ্যিকভাবে চাকরি হারানোর পথ উন্মুক্ত হবে। ফলে না চাইলেও একটি মারাত্মক সামাজিক অসন্তুষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, চাল, ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বঙ্গোপসাগরে বিদেশীদের অনুপ্রবেশসহ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত অবস্থায় নতুন করে সাধারণ মানুষের হাজার বছরের মূল্যবোধে নতুন করে আঘাত দেয়া কোনক্রমেই সমীচীন হবে না।

ইসলামী ছাত্র সমাজ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ আতহারী বলেন ধর্মহীন একমুখী শিক্ষানীতি চালুর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। যারা এদেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে কোন শিক্ষানীতি এদেশের মানুষ মেনে নেবে না।

গতকাল বিকেলে নয়া পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসমাজ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নিয়মিত মাসিক সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ আতহারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি এস এম এরশাদুল্লাহ ও মুহাম্মদ আরমান হোসাইন, মহাসচিব মুহাঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী মহাসচিব ইরফানুল হক, সংগঠন সচিব শরিফুর রহমান, অর্থ সচিব দ্বীন মুহাম্মদ, দপ্তর সচিব মুহাঃ আব্দুল্লাহ, মুহাঃ জুবায়ের প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, ধর্মহীন শিক্ষানীতি ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে অন্যথায় ইসলাম প্রিয় জনগণকে সাথে নিয়ে গণআন্দোলন শুরু করবে।